সত্য সন্ধানে সংলাপ

হ্যালো ওয়াশিংটন ঃ শারিয়া

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

ভয়েস অব আমেরিকা থেকে হ্যালো ওয়াশিংটন নামে একটি টেলিফোন ভিত্তিক রেডিও অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে। সে দিনের বিষয় ছিল 'শারিয়া কি এবং শারিয়া কেন?' অনুষ্ঠানে প্রশ্নের জবাবদানকারী বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামাতি ইসলামীর (লাহোরে প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে অন্তত বাংলাদেশে ক্ষমতায় গেলে শারিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ) এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারী জেনারেল মোঃ কামরুজ্জামান এবং টরেন্টোর ক্যানাডা মুসলিম কংগ্রেস-এর ডিরেক্টর অব শারিয়া জনাব হাসান মাহমুদ। এই অনুষ্ঠানটি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হলো ঃ

উপস্থাপক ঃ আরবী শব্দ শারিয়াকে সাধারণভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় ইসলামী আইন বা আল্লাহ্‌র আইন হিসেবে। একে আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক আইন হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি এই আইনের বিভিন্ন বিধান ও সংবিধি ও পরিধি নিয়ে রয়েছে নানা মহলে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি।

প্রশ্ন ঃ কুরআন শরীফে শারিয়া বলে আদৌ কি কিছু আছে নাকি এটা দেশীয় মাওলানাদের কল্পনা প্রসূত একটি ব্যাপার।

- মৌটুসী, ঢাকা।

মোঃ কামরুজ্জামান ঃ কুরআন শরীফে চার জায়গায় শরিয়া শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা শূরার ১৩ ও ২১ আয়াতে, সূরা জাসিয়ার ২১ আয়াতে এবং সূরা মায়েদার ১৯ আয়াতে। শারিয়া শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো অনুসরণীয় প্রশস্ত পথ। আল্লাহ্‌ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য যে পথ নির্দেশ করা হয়েছে সেটাই শারিয়া। আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত বিধান। কিসে মানুষের কল্যাণ হবে এবং কিসে মানুষের অকল্যাণ - ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, আলো-অন্ধকার, উচিত-অনুচিত এটাই শারিয়া নির্ধারিত করে দিয়েছে।

হাসান মাহমুদ ঃ শারিয়া নিয়ে যে চারটি উদাহরণ কামরুজ্জামান ভাই দিলেন সেগুলো ঠিকই আছে। এখানে একবার বিশেষ্য হিসেবে এবং তিন'বার ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান বিশেষজ্ঞরা বলেন - 'বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ হিসেবে কুরআনে সামাজিক আইনের নির্দেশ সম্বলিত কোনো আয়াত নেই, যা আছে তা নৈতিক পথনির্দেশ।' শারিয়া আইন কখন হয়? আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ শারিয়াবিদ ড. হাসিম কামালির বই 'প্রিন্সিপ্যালস অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স'-এর ৩১নং পৃষ্ঠা থেকে - 'কখনো কখনো কুরআনের একই বিষয়ে সাত বা আট রকমের মতামত পাওয়া যায়। মুসলিম শাসক যখন কোনো একটি বিশেষ মতকে গ্রহণ করে আইন হিসেবে প্রয়োগ করেন শুধুমাত্র তখনই তা সবার জন্য বাধ্যতামূলক।' অর্থাৎ তার আগে পর্যন্ত তা ইতিহাস বা ব্যক্তিগত মতামত।

কুরআনের ভিত্তিতে শারিয়া আইন তৈরির উপর চিরকালই অনেক ইসলামী বিশেষজ্ঞ আপত্তি তুলে এসেছেন তার কারণ শারিয়ার অনেক আইন কুরআনকে সরাসরি লঙ্ঘন করে এবং লঙ্ঘন করে বলেই মানুষের উপর অত্যাচার হয়। যদি ওই লঙ্ঘনটা না করা হতো কুরআনের ওইসব আয়াত ভিত্তি করে আমরা প্রয়োগ করলে ওইসব অত্যাচারগুলো হতো না। ইসলামের উপর যতো সমালোচনা আছে তার একটা বিশেষ বড় অংশ আছে এই দিকটা থেকে।

প্রশ্ন ঃ শারিয়া আইন কুরআনের নির্দেশ ভাঙ্গছে। কীভাবে ভাঙ্গছে তার কয়েকটা উদাহরণ দিন?

- মাসুদ, লালমাটিয়া।

মোঃ কামরুজ্জামান ঃ এই কথাটা ভ্রান্তিকর কথা। শারিয়ার মূল উৎস হচ্ছে চারটি - কুরআন, সুন্নাহ্‌, কিয়াস ও ইজমা। ইসলামের যে শারিয়া এটা সার্বজনীন ও সর্বকালীন, বিশেষ গোষ্ঠী বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্ব স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানবজাতির সকলের কল্যাণের জন্য দেয়া বিধান। কোন জিনিসটাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করা হয়েছে এটা পরিষ্কার নয়। অপরাধমূলক কিছু কর্মকান্ডের জন্য দন্ডবিধি তো নয় এর ব্যাপ্তি সামাজিক - আন্তর্জাতিকভাবে। জীবনের সবকিছু, যেমন নামাজ, হজ্ব থেকে শুরু করে সবকিছু সম্পর্কে শারিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছে। অর্থনৈতিক লেন-দেন, ব্যবসা বাণিজ্যের বিধি-বিধান, যেমন - হালাল বা হারাম, ওজনে কম দেয়া, কারো হক নষ্ট করা, সম্পত্তি আত্মসাৎ করা এ ধরনের অনেক বিষয় দেয়া আছে।

হাসান মাহমুদ ঃ শারিয়ার কিছু আইন কুরআন-এর কিছু আয়াতকে লঙ্ঘন করে এটা অনেক ইসলামী বিশেষজ্ঞের গবেষণায় এসেছে। যেমন হঠাৎ তালাক। ইসলাম বিধিবদ্ধ আইন ধারা-৩৫১ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি - 'যদি স্বামী একই সময়ে এক বাক্যে অথবা পৃথক সময়ে ও বাক্যে তিন তালাক দিলে তৎক্ষণাৎ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।' এটা মাওলানা মহিউদ্দিনের বাংলা কুরআনেও আছে ১২৮ পৃষ্ঠার তফসীরে এবং অন্যান্য সব জায়গায় আছে। হানাফী শারিয়া আইনেও আছে যে - 'স্বামী যদি একবারও বলে কিন্তু মনে যদি তিনবার থাকে তবুও তিন তালাক হয়ে যাবে।' শাফি আইনে আছে, আইন নং এন-৩/৫ - 'স্বামী যদি হাতের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে তৎক্ষণাৎ তালাক হয়ে যাবে।' এখন আমরা 'শারিয়া ইসলামিক ল' - জনাব আব্দুর রহমান জইর - তাঁর বইয়ের ১৭৯ নং পৃষ্ঠা থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি - 'নবীজীর মৃত্যুর পর থেকে তালাকের এক নতুন নিয়ম দেখা যায়, স্বামী এক সাথে তিন তালাক করে বা লিখিয়া দেয়, এই তালাকে অনুতাপ বা পুনর্বিবেচনার সুযোগ নাই, অজ্ঞ মুসলমানেরা এইভাবে গুনাহ্‌ করে, নবীজী তীব্রভাবে ইহাতে বাধা দিয়াছেন।' বিখ্যাত মাওলানা ওহাবউদ্দিন বলেছেন যে, 'হযরত ওমর ইহাকে চালু করেন।' সূরা বাকারা আয়াত ২২৮-২২৯ এবং সূরা তালাক ১-২। এ দুটো আয়াত পড়লেই আপনারা দেখবেন যে আল্লাহ্‌ বলছেন, 'তালাকে দু'জন স্বাক্ষী রেখো' - কিন্তু আমাদের শারিয়া আইনে সাক্ষীর কোনো কথা নেই। কুরআন আবার বলছে যে, 'তালাক দিতে হলে অবশ্যই ইদ্দত গণনা করো' অর্থাৎ তিন তালাক দিতে হলে কমপক্ষে দুই ইদ্দত দিতে হবে - অর্থাৎ কমপক্ষে দুটো মাস। এই যে বিশেষজ্ঞরা বললেন যে নবীজীর মৃত্যুর বহু পরে এটা এলো। এরপরে আমি বুখারী থেকে উদ্ধৃতি দেবো। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, নবম খন্ড, হাদীস নং ২১ - 'নবী (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌ ঘৃণা করেন তাকে যে ইসলাম পূর্ব জাহিল যুগের প্রথাকে ইসলামী বলে চালাতে চায়।' কুরআনে সূরা মায়েদা আয়াত ৫০-এ বলা হয়েছে - 'তোমরা কি জাহিল যুগের ফয়সালা কামনা করো' এবং আয়াত ১০৬-তে তাই বলা হয়েছে। কখনো যদি কুরআনের এই আয়াতগুলো বা যে বইগুলোর পৃষ্ঠার কথা আমি বললাম এগুলো আপনারা দেখতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় আমরা ফ্যাক্স করে এগুলো পাঠিয়ে দেবো।

মোঃ কামরুজ্জামান ঃ এই যে তিনি কথাগুলো বললেন এর মধ্যে মাসায়েল জনিত পার্থক্য রয়েছে। এটা অতীতে ছিল এবং এটা শারিয়াতে সুবরিক কোনো বিষয় নয় সুতরাং এই কথা বলা যাবে না যে কুরআনে যা আছে শারিয়াতে তা লঙ্ঘন করা হয়েছে। এটার মাসলা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যে মাযহাবগুলো আছে এর ইমামদের মধ্যেও মতপার্থক্য আছে - ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জনিত মতপার্থক্য। কিন্তু শারিয়া কুরআন লঙ্ঘন করছে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর কথা বলা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন ঃ শারিয়া আইনের মূল উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ্। এটি হলো মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবন ব্যবস্থা। একটি রাষ্ট্রে যেহেতু বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণীর নাগরিক বাস করে তাহলে সার্বজনীন ভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনে শারিয়া আইন প্রযোজ্য কিনা? বর্তমান সমাজব্যবস্থার চাহিদা মোতাবেক শারিয়া আইনের সংশোধনী প্রয়োজন কিনা?

- সিরাজুল হক, সহযোগী অধ্যাপক,
রসায়ন বিভাগ, কুষ্টিয়া ইসলামী কলেজ।

মোঃ কামরুজ্জামান ঃ আমি আবারো বলছি যে বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যে বিধানটা দেয়া আছে সেটা। তৃতীয় ও চতুর্থ অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমা যে অংশটা এটা সার্বকালীন ও সার্বজনীন। এটা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শারিয়ার যে আইন আছে সে আইন যখন বাস্তবায়ন হবে সেটা হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টান জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে তখন সেটা সকলের জন্য কল্যাণকর হবে।

স্থান-কাল-পাত্র-অবস্থান-পরিবেশ-নীতিগত কারণে পরিবর্তন হতে পারে। পাথর মারার বিষয়টি যে রকম সেখানে নির্ধারিত একটু জায়গা ছিল। পরবর্তীতে ওলামারা মাসলা দিয়েছেন যে জায়গাটা অনেক উঁচু করে দূর থেকে পাথর মারা যেতে পারে। কারণ ছোট একটু জায়গায় আগে অল্প লোক আসতেন এখন লক্ষ লক্ষ লোক সমাবেশ হচ্ছে। এরপরেও এটা পরিবর্তনের সুযোগ আছে।

হাসান মাহমুদ ঃ একটা বিশেষ ধর্মের আইন পৃথিবীর সব মানুষের জন্য, সার্বজনীন হতে পারে না। তাহলে সেটা সেই ধর্মের আইন হয় না। এই যে পরিবর্তনের কথাটা তিনি বলেছেন এবং আর আগেও বলেছেন যে এটা পরিবর্তন করা সম্ভব - আমরাও তাই চাই। ওই ঐতিহাসিক শারিয়াতে আটকে না থেকে আমাদের সমাজের উপযোগী করে আইন তৈরি করুন। সেটাকে মুসলিম ল' নাম দেন। কিন্তু আল্লাহ্র আইন বললে সেখানে অসুবিধা আছে যেখানে কুরআন নিজেই নিজেকে সংজ্ঞায়িত করছে এই বলে যে, আমি একটা উপদেশ গ্রন্থ - সূরা হিজ্র ৯ নং আয়াতে আছে যে - 'আমি নাযেল করেছি উপদেশ গ্রন্থ।' সূরা জাসিয়াতে আছে নবীজীকে আল্লাহ্ বলছেন - 'তুমি সংবাদ বাহক অতঃপর তুমি তাদের শাসক নও।' এরকম আরো অন্তত ২৮টি আয়াত আছে যেখানে আল্লাহ্ বলছেন - 'আমি শুধুমাত্র আমার ভীতি এবং আমার সুসংবাদ মানুষকে দেয়ার জন্য - পৌঁছার জন্য আমি নবী-রাসুল প্রেরণ করি।' এই যে পাথর মারা এটা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে গেলো। আমি আশা করবো যে আমাদের মুফতি-মাওলানারা এটাকে সেভাবে পরিবর্ধন করবেন যেভাবে কামরুজ্জামান সাহেব বললেন যাতে এই ধরনের পুনরাবৃত্তি আর না হয়। যে মুহূর্তে মানুষ একটি আইনকে পরিবর্ধিত ও সংশোধিত করছে তখন আমরা সেটাকে মানুষের আইন - মুসলিম আইন বলি। এই যে পরিবর্তনের বিরুদ্ধে মাওলানা মওদুদী বলে গেছেন তাঁর 'ইসলামী ল' এন্ড কন্সটিটিউশনে'র ১৪০ পৃষ্ঠায় এবং বিধিবদ্ধ আইনেও আছে ১১ পৃষ্ঠায় - 'যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্র রাসুলের সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে তা পৃথিবীর কোনো মানুষ বা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একসাথে হইলেও বিন্দুমাত্র রদবদল করিতে পারিবে না।' এটাতে কিন্তু কালচারাল ভেরিয়েশনটা অস্বীকার করা হয় যে ওই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বিধান এসেছিল যেটা চিরকাল চালাতে গেলে আপনি নিজেই পারবেন না যদি আপনাকে দেয়াও হয়। উদাহরণ চাইলে আমি দিতে পারি।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান বিশ্বে প্রচন্ডভাবে ইসলাম ব্যাশিং চলছে - ইসলামী ফ্যাসিজম, ইসলামী টেরোরিস্ট, ইসলামী শব্দ যথেষ্ট যথেচ্ছা প্রয়োগ হচ্ছে। অন্য ধর্মমত সময়ের সাথে সাথে নিজেকে খাপ খাইয়েছে নারী বিরোধী অবস্থান বা যুগের প্রয়োজনে মূল্যবোধে সাদৃশ্য করেছে এর প্রেক্ষিতে আমার দুটি প্রশ্ন শারিয়া আইন কি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ? যদি না হয় সময়ের প্রয়োজনের সাথে সাথে শারিয়া আইন বিবর্তন সম্ভব কি না ?

- ওয়াহিদ আসগার, টরেন্টো, কানাডা।

মোঃ কামরুজ্জামান ঃ এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে ইসলামের বিধান ইসলামী রাষ্ট্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর ধর্মীয় আইনগুলো কোনো ক্রমেই প্রযোজ্য নয়। তাদের ধর্মীয় আচার রীতি অনুযায়ী তারা পালন করবেন কিন্তু সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন - কাস্টমস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, কোম্পানী আইন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ট্রাফিক আইন, পত্র আইন, ভূমি সংস্কার আইন, আকাশ-সীমা আইন, ফৌজদারী আইন, অপরাধ আইন, চুক্তি আইন, শ্রমিক আইন, সরকারী চাকুরীবিধি, সশস্ত্রবাহিনী আইন - এগুলো সবার জন্য প্রযোজ্য হবে। ইসলাম এমন একটা ধর্ম যা কমপ্লিট কোড অব লাইফ। এর মধ্যে কিছু জিনিস একোমোডেট করার ক্যাপাসিটি, এবিলিটি ধারণ ক্ষমতা ইসলামের আছে। এমনকি স্থানীয় ফ্রি কালচারকেও ইসলাম আত্মস্থ করতে পারে। কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই, তাই কন্ট্রাডিকশন খুঁজতে যাওয়াটা ঠিক না। ইসলামে বলা আছে যে কতগুলো জিনিসকে পরিবর্তন করা যাবে না। দুই যোগ দুই চার হয়, পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীরা মিলেও পরিবর্তন করলেও আমরা মানবো না। এরকম ভাবে কুরআন কিছু নির্দেশ করে দিয়েছে ও নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই নির্ধারিত অলঙ্ঘনীয় বিধান সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা প্রযোজ্য নয়। এগুলো কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করতে হবে। আইন প্রণয়ন একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস।

হাসান মাহমুদ ঃ ইসলামের যে দুটো জিনিস নিয়ে খুব বিতর্ক হয় যে শারিয়া ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ কি না। কামরুজ্জামান সাহেবের দল মনে করেন যে অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা মনে করি যে অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। কেউ যদি শারিয়াকে, সামাজিক বিধানকে ইসলামের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে না মিশায় তবুও সে মুসলমানই থাকবে। এই যে অমুসলিমের অধিকার নিয়ে কামরুজ্জামান সাহেব বললেন, প্রথমত আমরা যদি আমাদের দেশে শারিয়া ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করি তাহলে ভারতে হিন্দুরা যদি করে তাহলে আমাদের আপত্তি থাকার কথা নয় বরং আমাদের সাহায্য করতে হবে। তারপরে দেখুন ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা বিচারক হতে পারবে না, রাষ্ট্র প্রধান হতে পারবে না, সে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতে পারবে না, কোনো অবিশ্বাসীকে হত্যা করার জন্য মুসলমানের প্রাণদন্ড হবে না (পেনাল ল' অব ইসলাম) ইত্যাদি। প্রত্যেকটা ব্যাপারে অমুসলমানরা একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকে।

মোঃ কামরুজ্জামান ঃ এ সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে কিছু বলছি। আজকের পশ্চিমা জগতে - ইউরোপ এবং আমেরিকাতে কি হচ্ছে। আমেরিকাতে যখন ঈদুল আজহা বা ঈদুল ফিতর বা রমজান মাস পালিত হয় তখন এই যে জাতীয় উৎসবের দিন হিসেবে যেটা ইসলাম ঘোষণা করেছে সেভাবে কি মুসলমানরা ভোগ করে, তাদের গাড়ী পার্কিংয়ের জন্য কি কোনো ফ্যাসিলিটি দেয়া হয়, জাতীয় উৎসব বা সূচি ঘোষণা তো দূরের কথা কিছুই করা হয় না। অথচ এর থেকে অনেক বেশি লিবারেল মুসলিম রাষ্ট্রগুলো। সেখানে অমুসলিমদের দিবসগুলোকে জাতীয় ছুটির দিবস হিসেবে পালিত হয় এবং অত্যন্ত মর্যাদার সাথে, জাঁকজমকের সাথে, চমৎকারভাবে তারা তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার এনজয় করে।

হাসান মাহমুদ ঃ আমরা এখানে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন পালন করতে পারছি। হালাল মাংস থেকে শুরু করে আমাদের ঈদের নামাজে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে পুলিশের পাহারা পর্যন্ত। আমাদের কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন ঃ আমার প্রশ্ন হচ্ছে খেলাফতের সময় নাকি শারিয়া আইন চালু ছিল। সে সময় যদি এ আইন কাজ করে থাকে তাহলে এ যুগে এ সময়ে এ আইন কাজ করবে না কেন?

- শিলা, রাজশাহী।

উপস্থাপক ঃ এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য হাসান মাহমুদের কাছে যেতে হবে, দায়বদ্ধতা তারই।

হাসান মাহমুদ ঃ আমরা যদি ঢালাওভাবে মন্তব্য করি এটা ভালো এটা খারাপ তাহলে আমরা কোথাও পৌঁছাবো না। শারিয়া আইনগুলোর উদ্ধৃতি দিতে হবে। যে এগুলো হচ্ছে আইন। এতগুলো আইনের উদ্ধৃতি দেয়ার সময় তো আমার নেই। যেমন তালাকের আইন দেখালাম।

মোঃ কামরুজ্জামান ঃ আমি এখানে ইন্টারফেয়ার করতে চাই। শারিয়া আইন কি? হাসান সাহেব নিজে শারিয়া আইন বুঝেন না। আমি দুঃখের সাথে বলছি যে শারিয়া আইন বলতে তিনি তালাক ইত্যাদি ইত্যাদি বুঝেন। শারিয়া আইন একেবারে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুর যে আইন তাই শারিয়া আইন। একেবারে সবকিছু এর মধ্যে ইনক্লুড। এই তালাক বা এইগুলো শারিয়া আইন না। শারিয়া কনসেপ্টটা তার কাছে পরিষ্কার না। অর্থনীতি, রাজনীতি, দেশ পরিচালনা, যুদ্ধ, সন্ধি, বন্দি-বিনিময় সবকিছুই শারিয়ার ভেতরে। তার আসলে

গভীরভাবে জিনিসগুলো উপলব্ধি করা দরকার ও স্টাডি করা দরকার।
উপস্থাপক ঃ কামরুজ্জামান সাহেব আমরা বিতর্কে লিপ্ত হবো গণতান্ত্রিকভাবে কিন্তু আমরা ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ করবো না আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের দু'জন বিশিষ্ট অতিথি যোগ্যতা রাখেন কথা বলার।
হাসান মাহমুদ ঃ আমি দুঃখিত যে এমন একটা মন্তব্য করা হলো। ঠিকই আছে, এরকম হয়েই থাকে চিরকাল। আমাদের কাছে কিছু ডকুমেন্ট আছে ইস্তাম্বুল শারিয়া কোর্টে খেলাফত সময়ের এবং আলেকজান্দ্রিয়া শারিয়া কোর্টের। এই ডকুমেন্টগুলোর নামধাম সহ একেবারে কেস স্টাডি করা আছে এবং এই আইনগুলো একেবারে হুবহু এভাবেই প্রয়োগ করা হতো। তাতে মেয়েদের যথেষ্ট কষ্ট হতো। এমনকি মেয়েরা বাধ্য হতো তাদের ন্যায়ানু যে পাওনাগুলো যেমন দেন-মোহর তারপর ভরণপোষণ ওগুলো ত্যাগ করে তালাক নিতে। কাজেই এই আইনগুলো দিয়ে যে কখনো মেয়েদের উপর ভালো হয়েছে তার কোনো ডকুমেন্ট আমরা পাচ্ছি না। এমনকি শারিয়া কোর্ট একটা আলাদা ফরম বানিয়েছিল যেটাতে মেয়েরা ফাইন করতো যে আমি তালাক চাচ্ছি আমাকে দেনমোহর দিতে হবে না, এমনকি বাচ্চারও ভরণপোষণ দিতে হবে না। আপনি কায়রোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। যখন এই আইনটা দেয়া হলো যদি নারী তার এই অধিকারগুলো পরিত্যাগ করে তাহলে কোর্ট তার তালাক এ্যালাউ করবে - সাথে সাথে কায়রো শহরে তিন হাজার এ্যাপলিকেশন জমা পড়েছে।
আমি আবার বলতে চাই ঢালাও মন্তব্যে আমরা কোথাও পৌঁছাবো না। আইনগুলোর উদ্ধৃতি দিলেই বুঝা যাবে যে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।
প্রশ্ন ঃ কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াসের উপর প্রতিষ্ঠিত শারিয়া আইনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিয়ে শারিয়া বিশেষজ্ঞ মহলে কোনো মতভেদ আছে কি? বাংলাদেশে প্রচলিত ছোট-বড় আইনগুলোর সাথে শারিয়া আইনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত কী প্রকারের? শারিয়া আইনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়গুলো কী? শারিয়া আইনে সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণে নির্দেশনা জানাবেন কি?
- মোঃ সিরাজুল ইসলাম শেখ, ঢাকা।
মোঃ কামরুজ্জামান ঃ বাংলাদেশের যে পেনাল কোর্ট আছে তাতে ছোট-বড় প্রায় হাজারখানেক আইন হবে। ৫১১টি ধারা আছে। এর মধ্যে মাত্র অল্প কিছু আইনের সাথে শারিয়া আইনের কন্ট্রাডিকশন আছে। বাকি সকল আইনের সাথে তেমন কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই। এগুলোর হয়তো কিছুটা উন্নয়ন হবে ও কিছুটা সামান্য পরিবর্তন হবে। যেমন, হত্যার যে শাস্তি বিধান এটা বাংলাদেশের যে আইন আছে তাতে মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়। এখন ইউরোপেও ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হিসেবে মৃত্যুদন্ডকে একসেপ্ট করা হয়েছে। এরপরে আসছে জেনা বা ব্যভিচারের আইন।
অর্থনৈতিক এই আইন প্রয়োগের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে - ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ইসলামিক শরিয়া ভিত্তিক ইন্সুরেন্স কোম্পানী চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মূল আইনের আরো কিছু জিনিস, বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী শারিয়া ভিত্তিক করলে এটা আরো সহজ হবে। জনগণের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ ভীতির শিক্ষা দেয়া, পারস্পরিক ভালোবাসা-সুসম্পর্ক সুশিক্ষা দেয়া। বড় অন্তরায় হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার ব্যাপকতা বৃদ্ধি করা যাবে এবং শরিয়া আইন চালুর ক্ষেত্রে ততবেশি সুযোগ হবে।
হাসান মাহমুদ ঃ এগুলো হচ্ছে ঢালাও মন্তব্য। আমি বারবার বলছি, যতক্ষণ না আমরা আইনগুলো এবং আইন প্রয়োগের ইতিহাসগুলো না দেখবো ততক্ষণ আমরা বুঝতেই পারবো না যে আমরা কি নিয়ে কথা বলছি। এই যেমন 'মুরতাদ'-এর কথাই ধরা যাক। মুরতাদ ঘোষণা গত তেরোশ' বছরে যা না হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে গত একশ' বছরে। এটা একটা অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মুরতাদ হলো যে নিজে ঘোষণা করবে সেই মুরতাদ হবে স্বকর্মের মতো - আত্মহত্যার মতো।
বাইরে থেকে কেউ কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করতে পারবে না। দেখা যাক কুরআন কি বলে। অনেক জায়গায় কুরআন মুরতাদের কথা বলেছে, কোথাও একটা শাস্তির কথা বলেনি। বরঞ্চ উল্টো কথা বলেছে, যেমন সূরা নিসা ১৩৭ আয়াত - 'যাহারা একবার মুসলমান হইয়া পরে আবার কাফের হইয়া গেছে, আবারো মুসলমান হইয়াছে এবং আবারো কাফের হইয়াছে' এবং কুফরীতে বলা হয়েছে - 'আল্লাহ্ তাকে না কখনো ক্ষমা করিবেন না কখনো পথ দেখাইবেন।' এখন মুরতাদকে যদি আমরা প্রথমেই খুন করে ফেলি তাহলে এই সাইকেলটা আর করার উপায় থাকে না। শারিয়ার এই আইনটা কোথা থেকে এলো তা দেখতে হবে। সূরা নিসা ৯৪ আয়াত লক্ষ্যণীয় - 'যাহারা তোমাদেরকে সালাম করে (তফসীরো বলা হয়েছে ইসলামী পদ্ধতিতে) তাহাদেরকে বলিও না যে তোমরা মুসলমান নও।' তো আমরা চোখের সামনে যা দেখতে পাই তাতে এটা ভয়ঙ্কর রকমের একটা কুরআন লঙ্ঘনের ব্যাপার। তারপর দেখা যাক নবীজী (সাঃ) কী করেছিলেন। তাঁর সময়ে তিন জন লোক মুরতাদ হয়েছিলো, আব্দুল্লাহ বিন সা'দ, বিন হারিত এবং আরেকজনের নাম পাওয়া যায়নি। তিনি কাউকেই মৃত্যুদন্ড দেননি। এখন সহী বুখারীতে আছে হযরত ওমর নিঃসৃত যে -'নবীজীর সময় এরকম ছিল আমরা এরকম করেছি' - ছিল তো আয়াতটা গেল কোথায়? সেটা আমরা পাবো ইবনে মাযা হাদীস নং ১৯৪৪ - এটা কেউ চাইলে আমি ফ্যাক্স করে দিতে পারবো বই থেকে - একটু খেয়াল করে শুনুন - 'আয়েশা (রাঃ) বলেছেন - রজমের আয়াতটা নাযেল হয়েছিল, নিশ্চয়ই এটি একটা কাগজের উপর লিপিবদ্ধ করা ছিল, আমার কুশনের নিচে রাখা ছিল, যখন আল্লাহ্র পয়গম্বর (সাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, আমরা সেটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন একটি গৃহপালিত ছাগল এসে ওটা খেয়ে ফেলেছে।' এখন আমি কুরআন শরীফের একটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। আমি বারবার সেদিকেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সূরা হিজর ৯ আয়াত - 'আমিই এই উপদেশ গ্রন্থ নাযিল করেছি এবং আমিই এটা সংরক্ষণ করবো।' এরপর আমি চাই যে আপনারা একটু চিন্তা করুন।
প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানে শারিয়া আইন আছে, সেখানে কোনো মহিলাকে ধর্ষণ করা হলে তিনজন পুরুষ দেখেছে বলে সাক্ষী না দিলে তার বিচার করা হয় না। এটা কী রকম আল্লাহ্র আইন? তাহলে বাংলাদেশেও কি এরকম আইন চালু করতে চাচ্ছেন?
- শওকত আরা রহমান, লালমাটিয়া।
মোঃ কামরুজ্জামান ঃ শারিয়ার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের জন্য সহজ করা। ধর্ষকের শাস্তি, সংশ্লিষ্ট মহিলার শাস্তি, এটাতো সাক্ষী লাগবে। সাক্ষী পুরুষও হতে পারে মহিলাও হতে পারে। এখানে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান খুবই ভারসাম্যপূর্ণ বিধান। এটা নৈতিকতা ভিত্তিক যে ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য সমাজে যাতে ব্যভিচারের মতো অপরাধ সংঘটিত না হয় এজন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ শিক্ষা দান এবং পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টির উপর জোর দেয়া হয়েছে। এরপরেও ব্যভিচার হতে পারে। ব্যভিচারের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান এই কারণেই রাখা হয়েছে। এটাকে একটা মডেল বিচার হিসেবে বিবেচনা আমরা মনে হয় না করলেও পারি। পুরোপুরি ধারণা আমার ব্যক্তিগতভাবে নেই। বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষের পবিত্র সম্পর্ক হচ্ছে। বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি যাতে সংঘটিত না হয় এজন্য মানুষের অবাধ মেলামেশাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।
হাসান মাহমুদ ঃ প্রশ্নকারী যে পাকিস্তানের আইনের উদাহরণ দিলেন সেখান থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি - ল' নং ৭ অব ১৯৭৭ এ্যামেন্ডমেন্ট বাই ল' অব ১৯৮০ - ওটাতে বলা আছে - (অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!) - 'জেনা এবং ধর্ষণ দুটোরই সাক্ষ্য লাগবে চারজন বয়স্ক পুরুষ মুসলমান' - এটা হানাফী ও শাফী ল'তেও আছে। তবে আমাদের ইসলামী বিধিবদ্ধ আইন ওটাতে ধর্ষণটাকে আলাদা করে আলাদা একটা আইন করা হয়েছে। ভালো-চমৎকার আইন ওটা। তো পাকিস্তানের আইনে এই যে ধর্ষণের চারজন সাক্ষী লাগবে এটা অবাস্তব ব্যাপার যে বিখ্যাত কুরআনের অনুবাদকারী পাকিস্তানী এ্যাম্বাসেডর মোঃ আসাদ তাতে এতোই রেগেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন - 'কেউ উন্মাদ না হলে এই আইন করতে পারে না।' আমি ওই কথাটা আমার তরফ থেকে ব্যবহার করতে চাই না। তবে এর ফলে হয়েছে কি পাকিস্তানে ড. আসমা জাহাঙ্গীর বা ড. সুলতানা বারীকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে যে এই মুহূর্তে প্রায় এগারো হাজার মেয়ে আটকে আছে শুধু এইটাতে যে ওরা ধর্ষণ প্রমাণ করতে পারেনি। আমি বরং বাংলাদেশে আসি। অত্যন্ত হৃদয় বিদারক, মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে ওঠে যে ধর্ষিতাকে জুতো দিয়ে পেটানো হলো ফতোয়ার আদালতে। আমি বলতে চাই, এটা অজ্ঞ মোল্লার অপপ্রয়োগ নয়, ওরা হুবহু ওই আইনটা প্রয়োগ করছে যে চারজন সাক্ষী না থাকার ফলে ধর্ষিতা মেয়েটা ওই অবৈধ সংসর্গের আওতায়

পড়ে যায়, তার ফলে সে শাস্তি পায়। আমি আশা করবো কামরুজ্জামান সাহেব আছেন, অন্যান্য ইসলামী সংগঠন আছে তারা এই জিনিসটা দোহাই আল্লাহ্‌র কসম লাগে, বন্ধ করুন। বন্ধ করুন।

প্রশ্ন ঃ শারিয়া আইনে নারী পুরুষের যে বৈষম্য রয়েছে সেটা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী নয় কি।

- দেবযানী সাহা, কলকাতা।

প্রশ্ন ঃ শারিয়াতে যে আইন আছে স্বামী মুখে তিনবার তালাক বললেই স্ত্রীর তাৎক্ষণিক তালাক হয়ে যায় সেটা কি স্ত্রীর বেলায়ও প্রযোজ্য। অর্থাৎ স্ত্রী যদি মুখে তিনবার তালাক বলেন তাহলে তালাক কি হয়ে যাবে? আর এই তাৎক্ষণিক তালাক কি ইসলাম সম্মত?

- সুমী রহমান, টরেন্টো, ক্যানাডা।

প্রশ্ন ঃ নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্কের কারণে শুধু নারীকে দোররা, চাবুক বা কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে শাস্তি দেয়ার কারণে অনেকেই আত্মহত্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে যেটা ইসলামী শারিয়াতে মহাপাপ। উক্ত প্রথায় কি নর-নারীর মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে না? বৈষম্য দূরীকরণে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইনে কি কিছুই করার নেই?

- ইঞ্জিঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, বনানী, ঢাকা।

মোঃ কামরুজ্জামান ঃ পুরুষ এবং নারীর মধ্যে বৈষম্যের কথা বলা হয়েছে। আসলে আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তাই আমাদের একজনকে পুরুষ এবং একজনকে নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। নারী এবং পুরুষ হিসেবে আমাদের শারীরিক গঠনসহ সবকিছু মিলিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে ব্যবধান আছে এবং এই নারী-পুরুষ মিলিয়েই কমপ্লিট। অধিকারের প্রশ্নে আমি মনে করি বৈষম্যের কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম নারীকে অনেক সম্মান ও মর্যাদার আসন দিয়েছে। কিন্তু এই কথাগুলোকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়নি অশিক্ষা এবং কুশিক্ষার কারণে আমি এটা স্বীকার করি। নারীদের প্রতি যে আচরণ করা হয়ে থাকে সেটা অন্যায়। ইসলাম কোনভাবেই এটা সমর্থন করে না। নর-নারীর মধ্যে বৈষম্য ইসলাম স্বীকার করে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবধান আছে। শুধু নারীকে শাস্তি দেওয়ার কথা যেটা বলা হলো সেটা অমানবিক। এ ধরনের কিছু ঘটনা যে আমাদের দেশে সংঘটিত হয়েছে এটা কোনক্রমেই কোনো অবস্থাতেই আমরা সমর্থন করি না। বিবেকবান কোনো লোকেরই এটা সমর্থন করা উচিত নয়।

উপস্থাপক ঃ সময় সংক্ষেপ; একটা লাইনে উত্তর দেয়ার জন্য হাসান মাহমুদ সাহেবকে অনুরোধ করবো।

হাসান মাহমুদ ঃ স্ত্রীর তালাক দেয়ার কথা কুরআনেও আছে। সূরা নিসা ১৯ আয়াতে আছে, কিন্তু শারিয়া আইন সেটাকে লঙ্ঘন করে যাতে লেখা আছে যে - 'স্ত্রী প্রদত্ত মালের বিনিময়ে স্বামী যদি তাকে বিবাহ বন্ধন হতে মুক্ত করে।' আবার ওই স্বামী সম্মতি। এতে হয়কি স্বামী তার সম্মতির একটা প্রচন্ড দাম ধরে ফেলে। শারিয়া যে নারী বিরোধী এতে কোনো সন্দেহ নেই। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলতে চাই - পৃথিবী বিখ্যাত ইসলামী বিশেষজ্ঞ ড. সেলিনা বলেছেন - 'শারিয়া যে নারী বিরোধী এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার জন্য আমাদের কারো কাছে মাফ চাইতে হবে না।' হয়তো তখনকার জন্য সেটা ভালো ছিল এখন আমরা এটা ঠিক করে ফেলবো।

প্রশ্ন ঃ আমরা সবসময় শুনে আসছি যে ইসলামিক শারিয়া আইন অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্রে নারী নেতৃত্ব কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ধরুন যেসব দেশে এখন শারিয়া আইন প্রচলিত আছে - সৌদি আরব ইত্যাদি দেশগুলোতে মেয়েদের খুব কম রাষ্ট্রীয় অধিকার দেয়া হয়। এমনকি তাদের ভোটের অধিকার পর্যন্ত নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে জামাত কি করে আজকে বিএনপি'র নারী নেতৃত্বের অধীনে জোট সরকারে কাজ করতে পারছে? এটা কি শারিয়া সম্মত?

- ডালিয়া, জর্জিয়া, আটলান্টা।

মোঃ কামরুজ্জামান ঃ আমরা মনে করি আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। যেসব দেশে নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নেই আমেরিকার মতো বা ইউরোপের বড় বড় দেশগুলোয় সেখানে এই দীর্ঘ ইতিহাসে বহু নারী নেতৃত্বে এসেছেন। আমেরিকার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত একজন নারীও নেতৃত্বে আসতে পারেননি। এদিক থেকে মুসলিম রাষ্ট্র অনেক লিবারেল। বাংলাদেশ অনেক লিবারেল। এটাতে বিতর্ক আছে, মতপার্থক্য আছে, এটা থাকবে।

হাসান মাহমুদ ঃ সহী বুখারী ৫নং ভলিউম তাতে লেখা আছে হাদীস - 'রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন নারী নেতৃত্ব চলবে না।' এটা শাফি ল'তেও বলেছে। কিন্তু আমাদের মুসলমান বোনদের আমি মোবারকবাদ জানাই যে এটা আমরা পার হয়ে এসেছি। হাদীসে থাকলেই তা যে জাল নয় এটা আমরা বুঝতে পারবো। আমি শেষে একটা কথা বলতে চাই - এই যে এতগুলো হাদীস এলো, শারিয়া এলো, শারিয়ার চারজন ইমাম কেউ নিজের হাতে আমাদের এই হাদীসগুলো দেননি। তাঁরা মারা যাওয়ার পর তাঁদের আশেপাশের লোকেরা আমাদের তা দিয়ে বলেছে যে এটা শাফি ল' - এটা হানাফি ল'।

উপস্থাপক ঃ আপনাদের উভয়কেই ধন্যবাদ - জনাব কামরুজ্জামান ও জনাব হাসান মাহমুদ। আমাদের হ্যালো ওয়াশিংটনের আজকের সংকলন এখানেই শেষ হচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে আমরা কুরআন আঁকড়ে ধরে প্রগতির পথে এগিয়ে যাবো নাকি চৌদ্দশত বছর ধরে বস্তাপঁচা শারিয়ার অংশসমূহের মাঝে নিজেদের আটকে রেখে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থ চরিতার্থ করে যাবো কুরআন ও ইসলামের নামে তা দেশবাসীর ভেবে দেখার সময় এসেছে। ❑